সকল প্রশংসা আল্লাহর; সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক আল্লাহর রাসূলের উপর, তাঁর পরিবার ও সাহাবাগণ ও তাঁর সাথে মিত্রতাপোষণকারীদের উপর, অতঃপর:

ইমাম বোখারী (রামাদানের শেষ দশকের আমল) পরিচ্ছেদে এবং ইমাম মুসলিম (রামাদান মাসের শেষ দশকের পরিশ্রম) পরিচ্ছেদে উম্মুল মু'মিনিন আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা থেকে বর্ণনা করেন যে তিনি বলেন, "যখন রামাদানের শেষ দশক প্রবেশ করত তখন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর লুঙ্গি বেঁধে নিতেন, রাত্রি জাগরণ করতেন এবং পরিবারকে জাগিয়ে দিতেন।" তাঁর থেকে মুসলিমের অপর বর্ণনায় এসেছে যে তিনি বলেন, "আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শেষ দশকে এতটা পরিশ্রম করতেন যা অন্য সময় করতেন না"।

তো আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রামাদানের শেষ দশকে আগ্রহের সাথে বিশেষভাবে কিছু আমল করতেন এবং তাতে অন্যদের উৎসাহিত করতেন। তাঁর মাঝে কিছু হল:

১. রাত্রি জাগরণ:
রাত্রি জাগরণের অর্থ হল জাগ্রত থেকে সালাত আদায়, কুরআন পাঠ, জিকির ও অন্যান্য ইবাদতে ব্যস্ত থাকা। হাদিস দ্বারা পূর্ণ রাত্রি জাগরণও উদ্দেশ্য হতে পারে তেমনিভাবে অধিকাংশ রাত্রি জাগরণও উদ্দেশ্য হতে পারে। সুতরাং জাগরণকারীরা যেন সাধ্য অনুযায়ী পরিশ্রম করে এবং সে ব্যাপারে পরস্পর প্রতিযোগিতা করে।

২. পরিবারকে জাগিয়ে দেয়া:
আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা এর বক্তব্য "তাঁর পরিবারকে জাগিয়ে দিতেন" অর্থাৎ তাঁর স্ত্রীদেরকে (রাত্রি) জাগরণের জন্য জাগিয়ে দিতেন। আলী রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, "নবী সাল্লল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রামাদানের শেষ দশকে পরিবারকে জাগিয়ে দিতেন।" [হাসান হাদিস, ইমাম তিরমিজি হাদিসটি বর্ণনা করেছেন] ইবনে উমার থেকে বর্ণিত যে, যখন মধ্যরাত হত ইবনুল খাত্তাব রাদিআল্লাহু আনহুমা তাঁর পরিবারকে জাগিয়ে দিতেন এবং এই আয়াত তিলাওয়াত করতেন, {আপনি আপনার পরিবারকে সালাতের আদেশ করুন এবং সে ব্যাপারে ধৈর্যধারণ করুন} [সহীহ, ইমাম মালেক মুয়াত্তা গ্রন্থে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন], সুফিয়ান ছাওরী বলেন, "আমার কাছে পছন্দনীয় হল, রামাদানের শেষ দশক আসলে রাতে তাহাজ্জুদ পড়া, তাতে পরিশ্রম করা এবং স্ত্রী-সন্তানদেরকে সালাতের জন্য উঠানো যদি তারা তাতে সক্ষম হয়।" [লাতাইফুল মাআরিফ ফিমা লি মাওয়াসিমিল আ'মি মিনাল ওযাইফ, ইবনে রজব হাম্বলীকৃত]

৩. লুঙ্গি বেঁধে নেয়া:
এর ব্যাখ্যায় বলা হয় ইবাদাতের মাঝে পরিশ্রম করা। তবে এই ব্যাখ্যাটি দুর্বল কারণ আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা (অপর বর্ণনায়) বলেছেন, "পরিশ্রম করতেন এবং লুঙ্গি বেঁধে নিতেন" অর্থাৎ তিনি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরিশ্রমের পর সংযোজক অব্যয় ব্যাবহার করে লুঙ্গি বেঁধে নেয়ার কথা এনেছেন। বিশুদ্ধ মত যার উপর আহলে ইলম ইমামরা রয়েছেন তা হল লুঙ্গি বেঁধে নেয়ার দ্বারা উদ্দেশ্য হল স্ত্রী থেকে বিচ্ছিন্ন থাকা। এ ব্যাখ্যাকে সমর্থন করে এ বর্ণনা যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শেষ দশকে ইতিকাফ করতেন। আর ইতিকাফকারী স্ত্রীর সঙ্গ গ্রহণে বাঁধাপ্রাপ্ত।

৪. ইতিকাফ:
ইতিকাফ হল মসজিদে অবস্থান করা এবং আখিরাত থেকে ব্যস্তকারী দুনায়াবী সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে ইবাদাতের জন্য অবসর হওয়া। সহীহাইনে আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা থেকে এসেছে যে, "যে নবী

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ তাকে অফাত দান করা পর্যন্ত রামাদানের শেষ দশকে ইতিকাফ করতেন এবং তাঁর পর তাঁর স্ত্রীগণ ইতিকাফ করেছেন।” তিনি এই দশকে ইতিকাফ করতেন যাতে এর সকল সময় তাঁর রবের ইবাদত, মুনাজাত, জিকির ও দুয়ায় কাটাতে পারেন।

৫. **লাইলাতুল কদর খোঁজা:**
আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ হাদীসের জন্য, “তোমরা রামাদানের শেষ দশকে লাইলাতুল কদরের সন্ধান কর।” (মুত্তাফাক আলাইহি) এবং তাঁর এ হাদীসের জন্য যে, “যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও সাওয়াবের আশায় লাইলাতুল কদর জাগরণ করবে তাঁর পূর্ববর্তী সকল গোনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।” তো এ রাতের ফযিলত আল্লাহর কাছে অনেক, এবং তাতে ইবাদাতের সাওয়াব অন্য হাজার রাতের ইবাদাতের সমান!!

৬. **কুরআন তিলাওয়াত করা:**
এ মাসে আল্লাহর কিতাব তিলাওয়াতের এক বিশেষ মর্যাদা রয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন, “রামাদান মাস যাতে কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে।” [বাকারাহ: ১৮৫] এ কারণেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রামাদানের প্রতি রাতে জিবরীল আলাইহিস সালামের সাথে কুরআন দাওর করতে আগ্রহী ছিলেন। (মুত্তাফাক আলাইহি) রামাদানের শেষ দশকে কুরআন তিলাওয়াত বিশেষভাবে আরো জোরদারভাবে করা উচিত। কারণ সালাফগণ এই মাসে কুরআন তিলাওয়াতে আগ্রহী ছিলেন, তাতে তিলাওয়াতের ফযিলত জানার কারণে। আর শেষ দশকের রাতে তাদের আগ্রহ আরও বেড়ে যেত। [লাতাইফুল মাআরিফ, ইবনে রজবকৃত]

উপসংহার: আর অল্প পরই শেষ দশক আমাদের কাছে উপস্থিত হবে। সুতরাং হে মুসলিম আপনি তাতে পরিশ্রম করতে প্রস্তুত হন। আল্লাহর কসম! যে তাতে ভালভাবে ইবাদত করবে তাঁর জন্য এটি একটি বিরাট নিয়ামত। এবং এটি বড় একটি সুযোগ যে তা হাতছাড়া করবে সে ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত। তা সকল দিক থেকেই বছরের সর্বোত্তম রাত্র যেমনটি আহলে ইলমরা বর্ণনা করেছেন।

হে আল্লাহ! আমাদেরকে রামাদানের শেষ দশকের রাত্রিতে পৌঁছে দিন এবং তাতে সুন্দরতম ইবাদাতের তাওফিক দান করুন। হে আল্লাহ আমাদের নবী মুহাম্মাদ, তাঁর পরিবারবর্গ ও তাঁর সাহাবাদের উপর দরুদ ও সালাম বর্ষণ করুন।